

# মগজ খোলাই

## আব্দুর রহমান আবিদ

ঘটনাটি এরকম। সবে-মেরাজের রাতে এশার নামাজ পড়তে গেছি বাংলাদেশী মসজিদে। মসজিদ বললে অবশ্য ভুল বলা হবে। একটি বাড়ির বেইজমেন্টকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করি আমরা সাউথ জার্সির বাংলাদেশীরা। মাসজিদ বাবদ জমিসহ একটি বাড়ী কেনা হয়েছে তাও প্রায় ছ'মাস-ন'মাস আগে। কিন্তু টাউনশীপের অনুমতি মিলছেনা এটিকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। পার্কিং সমস্যা, ট্রাফিক সমস্যা, ইত্যাদি নানা অজুহাতের কথা বলে টাউনশীপ অনুমতি দিচ্ছেনা। শেষ পর্যন্ত কোর্টের শ্রুনাপন্ন হয়েছে আমরা। ব্যাপারটি এখন কোর্টে ঝুলে রয়েছে রায়ের অপেক্ষায়। আমাদের শহরের কয়েকটি শহর পরে পাকিস্তানীদের নির্মিত একটি মসজিদ সংক্রান্ত জটিলতার ব্যাপারটি আরও ইন্টারেস্টিং। বেচারারা টাউনশীপ থেকে অনুমতিও পেয়েছিল। মুসল্লীরা পরপর দু'তিনটে জুমা পড়ার পর এলাকার লোকজনের কমপ্লেনের কারনে স্থানীয় কোর্ট এবং টাউনশীপ মসজিদে কোনরকম ধর্মীয় কার্যকলাপকে স্থগিত ঘোষণা করেছে। তাদের বিষয়টিও এখন ঝুলে রয়েছে কোর্টে। মসজিদের বিষয়ে সেই এলাকার অমুসলমান লোকজনের কমপ্লেনটিও ছিল বেশ মজার। মুসল্লীদের একসাথে কাতারবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়তে দেখে তারা নাকি ভয় পায়, ইনসিকিওর ফিল করে। তাদের দোষ দিয়ে লাভ কি? আমাদের দেশে ৯/১১'র মত কোন ঘটনা ঘটলে আমরাও হয়ত তাদের মতই ভয় পেতাম।

যাহোক, সবে-মেরাজের এশার নামাজের ব্যাপারে আবার ফিরে আসি। এশার জামাত শুরু হতে তখনও খানিকটা সময় বাকি। মসজিদে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হচ্ছে। 'মুসলিম উম্মাহ' সংগঠনের সদস্যরা সবাই এক দিকে আর বেচারী সহকারী ইমাম আরেক দিকে। মসজিদের প্রধান ইমামও 'মুসলিম উম্মাহ' পন্থী। তবে তিনি অকুস্থলে অনুপস্থিত। আমি বরাবরই নিরীহ ধরনের মানুষ। কোনরকম কোন বাক-বিতণ্ডায় নিজেকে জড়াতে ভয় পাই। তাছাড়া তাবলীগপন্থী বলে আদর্শগত কারনে বাক-বিতণ্ডা এড়িয়েও চলি। আমি কেবল নিরব শ্রোতা।

বাক-বিতণ্ডার কারন বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলির চিরাচরিত সিলেবাসে কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া বড় ধরনের ওলট-পালোটের প্রচেষ্টা। এ যাবৎকাল মাদ্রাসাগুলিতে নাকি কোরানের 'জ্বালালাইন তাফসীর' পড়ানো হতো। বি.এন.পি. সরকারের ঘাড়ে বসে কিছুদিন আগে 'জামাতে ইসলাম' মাদ্রাসার সিলেবাসে কোরানের 'জ্বালালাইন তাফসীর' কে রিপ্লেস করে সেখানে মোলানা মওদুদী'র লিখিত কোরানের তাফসীর (সম্ভবতঃ 'তাহফীমুল কুরআন') কে অন্তর্ভুক্ত করায় নাকি নিদারুণ ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায় বাংলাদেশের ওলামা সমাজের মাঝে এবং শেষ পর্যন্ত নাকি জামাতে ইসলামের পরাজয় ঘটে। সাধারণ ওলামা সমাজের প্রবল চাপের মুখে বি.এন.পি. সরকার মোলানা মওদুদী'র কোরানের তাফসীরকে মাদ্রাসার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করেও শেষ পর্যন্ত তা সিলেবাস থেকে বাদ দিতে বাধ্য হয়। আর 'মুসলিম উম্মাহ'র সদস্যদের ক্ষোভ সেখানেই। বলা বাহুল্য, 'মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা' জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের নর্থ আমেরিকা ভিত্তিক একটি অংগ সংগঠন যার মাধ্যমে নর্থ আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের মাঝে জামাতে ইসলামের আদর্শ ও মওদুদীবাদকে প্রচার ও প্রসার করা হয়।

বাংলাদেশে বি.এন.পি., আওয়ামীলীগের মত জামাতে ইসলামও একটি রাজনৈতিক দল। তাদেরও নিজেদের মত রাজনৈতিক আদর্শ, কার্যক্রম এবং ক্ষমতায় যাবার লোভ রয়েছে। উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্যে তাদেরও রয়েছে নানারকম কর্মপদ্ধতি। তারাও বর্তমান বাংলাদেশে একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিতে তাদের ক্রম উত্তরন রীতিমত লক্ষ্যনীয়।

স্বাধীনতার স্বপ্নের শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় সংগীতের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি.....: বুদ্ধি হবার পর থেকেই কথাগুলি শুনে আসছি। টিএসসি'র কবিতা সম্মেলন থেকে শুরু করে আজকের দিনের ই-ফোরামগুলির ওয়েবপেজ পর্যন্ত সবখানেই এসব ভাবগম্ভীর কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষদের উপর এসবের প্রভাব কতখানি? কিম্বা বাস্তবতা আমাদেরকে কি দিক নির্দেশনা দেয়?

তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র, চরম দূনীতিগ্রস্ত একটি দেশ এবং সে দেশের সমাজতো কোন কবিতার আসর নয়। পেটে ভাত না থাকলে, বছরের পর বছর বেকার বসে থাকলে, এবং দারিদ্রতা, সন্ত্রাস ও দূনীতির করাল গ্রাসে জর্জরিত হলে, কে

স্বাধীনতার ঘোষক আর মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস কি – সে বিতর্ক মানুষকে আগ্রহী করেনা; সেসব নিয়ে মানুষ মাথাও ঘামায়না। বরং বাস্তবতা হলো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার, জাতীয় সংগীতের চেতনার, এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির মানুষরাই আজ বড় বড় চোর, দুর্নীতিবাজ। পক্ষান্তরে, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তির মানুষরাই তাদের দায়ীত্ব পালনে সৎ, নগ্ন স্বজনপ্রীতিবিহীন, দুর্নীতিমুক্ত এবং সর্বোপরি ধর্মের খোলশাবৃত। কাজেই আমাদের দেশের ধর্মপ্রান, নিপীড়িত সাধারণ মানুষ কাকে গ্রহন করবে? ডেনমার্ক থেকে ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া একটি ছেলে আমাকে একবার একটি ইমেইল পাঠিয়েছিল যার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা, যিনি '৭১-এ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। অথচ এই ছেলে, যার জন্ম '৭১-এর অনেক পরে, ছাত্রশিবিরপন্থী এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, '৭১ প্রসঙ্গে তার বাবার কাছ থেকে শোনা মুক্তিযুদ্ধের অনেক গল্পই সে বিশ্বাস করে না। মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ তার দৃষ্টিতে সৎ নেতা এবং ন্যায় পরায়ন ও দায়ীত্ববান মানুষ (তাদের রক্তময় অতীত তার কাছে কেবল ইতিহাসই); পক্ষান্তরে, স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির নেতারা তার চোখে চোর, দুর্নীতিবাজ ও নৈতিকতাবিহীন। এটিই চরম সত্য এবং এটিই বাস্তবতা। এই ছেলেকে 'রাজাকার' বলে গালি দিলেও দেয়া যায়; এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে নতুন দু'লাইন কবিতাও হয়ত লিখে ফেলা যায়। কিন্তু তাতে তার এবং তার মত নতুন জেনারেশনের হাজারও ছেলেমেয়ের মনোভাবকে বদলানো যায়না।

বেশ কিছুদিন আগে এখানকার এক বাংলাদেশী ভায়ের বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে 'চ্যানেল আই'তে 'তৃতীয় মাত্রা' নামে একটি অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। জোট সরকারের পক্ষ থেকে একজন এবং চৌদ্দ দলের পক্ষ থেকে একজন – দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বিষয়ের উপর দু'জনের মন্তব্য ও বিতর্ক নিয়ে ছিল সেই অনুষ্ঠান। বিতর্কের এক পর্যায়ে চৌদ্দ দলের মুখপাত্রের জামাত-শিবির প্রসঙ্গে করা একটি মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে জোট সরকারের মুখপাত্র ভদ্রলোক চমৎকার একটি উত্তর দিয়েছিলেন। চৌদ্দ দলের মুখপাত্রের মন্তব্য ছিল, "জোট সরকারে জামাতে ইসলামের অন্তর্ভুক্তির কারণে দেশে জামাতের রাজনীতি ক্রমে শক্তিশালী হচ্ছে এবং জামাত-শিবিরের কর্মসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে; বি.এন.পি.'র উচিত জামাতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা যেন দেশে জামাত-শিবির পন্থীদের সংখ্যা কোনভাবেই আর বাড়তে না পারে"। এ প্রসঙ্গে জোট সরকারের মুখপাত্র ভদ্রলোকের মন্তব্য ছিল, "স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জামাত পুনর্বাসিত হয়েছে দেশের বৃহৎ দুই রাজনৈতিক দল, বি.এন.পি. ও আওয়ামীলীগের কাঁধে ভর দিয়েই। একটি গনতান্ত্রিক দেশে কে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শকে গ্রহন করবে, কে কোন্ দল করবে, তা নিয়ন্ত্রণ করা কিম্বা তার উপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা নিশ্চয় কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এটি মূলত বি.এন.পি., আওয়ামীলীগ ও অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলোরই ব্যর্থতা যে, আমরা আমাদের আদর্শকে, আমাদের নৈতিকতাকে তাদের সামনে স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছি যা তাদেরকে জামাত-শিবিরে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে"। বলাবাহুল্য, এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে না পারার কোন কারন নেই।

জামাতে ইসলামকে প্রতিহত করতে চাইলে তা করতে হবে সত্যতা, নৈতিকতা ও দায়ীত্ব পালনের সিনসিয়ারিটি দিয়েই। আমাদের নেতা-নেত্রীরা যতদিন এ ব্যাপারে আন্তরিক না হবেন, যতদিন নিজেদেরকে উদাহরনে পরিনত করতে না পারবেন, ততদিন পর্যন্ত জামাতে ইসলামকে প্রতিহত করা যাবেনা। বরং 'মুসলিম উম্মাহ'র মত নিত্যনতুন খোলশ এটে ক্রমে শক্তিশালী হতে থাকবে জামাত; আমাদের নাকের ডগায় বসে ইসলামের নামে তালেবানী মার্কী দুঃশাষন প্রতিষ্ঠা করবে বাংলাদেশে এবং যেসবের প্রক্রিয়া শুরুও হয়েছে ইতিমধ্যে। আর এরই একটি পদক্ষেপ হিসেবে সমাজের ত্বনমূল পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই' এর জন্যে নিত্যনতুন কার্যপদ্ধতি গ্রহন করে চলেছে তারা। মাদ্রাসা ছাত্রদের মগজ ধোলাই' এর পরিকল্পিত পদক্ষেপটি এযাত্রা প্রতিহত করেছে আমাদের ওলামা সমাজ। কিন্তু জামাতীরা তো থেকে থাকার মানুষ নয়। তারা ফের সুপরিকল্পিতভাবে হানা দেবে সমাজের পরতে পরতে। তাদেরকে রুখতে হলে আমাদের নিজেদেরকে উত্তরণ করতে হবে সৎ, নীতিবান, দায়ীত্বশীল মানুষে; গ্রহনযোগ্য করে তুলতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। নইলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কেবলমাত্র কবিতার পাতাতে, কবিদের আসরে আর সাহিত্যের ভুবনেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে চিরটাকাল।

[পরিবর্ধিত]

৭ই এপ্রিল, ২০০৬।